



21905 - লাইলাতুল ক্বদর দেখো

প্রশ্ন

লাইলাতুল ক্বদর কি দেখো সম্ভব? অর্থাৎ খালি চোখে লাইলাতুল ক্বদর কি দেখো যত্নে পারবে? কারণ কিছু কিছু লোক বলে থাকেন, যদি মানুষ লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পায় সবে আকাশে নূর বা এ জাতীয় কিছু দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ কভিবে দেখেছিলেন? কোন ব্যক্তি কভিবে জানতে পারবে যে, সবে লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পয়েছে? যদি কোন লোক লাইলাতুল ক্বদর না দেখতে পায় তবে কিসে ঐ রাত্রে সওয়াব ও নকে অর্জন করতে পারবে? আমরা আশা করব দলিলসহ বিষয়টি স্পষ্ট করবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ কাউকে তাওফিক দিলে সবে ব্যক্তি চরমচোখে লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পারবে। অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরকে আলামতগুলো দেখতে পারবে। সাহাবায়ে করোম কিছু আলামতের মাধ্যমে সবে রাত্রিকে সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে দলিল পশে করতনে। তবে, সবে রাতকে দেখতে না পারলেও যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে সবে রাত্রিতে নামায আদায় করবে সবে ব্যক্তি এর সওয়াব প্রাপ্তিতে কোন বাধা নহে। মুসলমানের উচিত নকে ও সওয়াব হাছলিরে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান মাসের শেষে দশরাত্রির মধ্যে লাইলাতুল ক্বদরকে তীব্র অনুবষণ করা। ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে আদায়কৃত তার কয়ামুল লাইল যদি সবে রাত্রির মধ্যে পড়ে তবে সবে ব্যক্তি রাত্রিকে না চনিলেও এর সওয়াব পাবনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াবের নিয়তে লাইলাতুল ক্বদরকে কয়াম করবে তথা নামায আদায় করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” অন্য এক রেওয়াজতে এসছে- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর অণ্বযোয় নামায আদায় করছে, তার নামায যদি সবে রাত্রিতে আদায় হয়ে থাকে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রাত্রির আলামত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এ রাত্রে পর সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু সূর্যের রশ্মি থাকবে না। উবাই বনি কাব (রাঃ) কসম করে বলতনে: এটি সাতাশ তারখি এবং তনি এ আলামতটি দিয়ে দলিল দতিনে। অগ্রগণ্য অভিমিত হছে- এটি শেষে দশরাত্রির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। বজেডে রাতগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। বজেডে রাত্রিগুলোর মধ্যে সাতাশ তারখি হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি অধিক। যে ব্যক্তি রমযানের শেষে দশরাত্রি নামায, কুরআন তলোওয়াত, দোয়া ও অন্যান্য নকে আমলের মধ্যে কাটাবনে নিঃসন্দেহে সবে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর পয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা ঐ রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও সওয়াব আশা নিয়ে যে ব্যক্তি কয়াম করবে তাকে যে



পুৰষ্কারৰে সুসংবাদ দয়িছেনে সৰে ব্ৰযক্ৰত সৰে মৰ্ৰযাদা অৰ্ৰজন কৰবৰে।

আল্লাহই তাওফকিদাতা; আমাদৰে নবী মুহাম্মদ এর উপর, তাঁর পরবার-পরজিন ও সন্তান-সন্ততরি উপর আল্লাহর রহমত বৰ্ৰযতি হৰেক।